অপেক্ষা দুটি মনের

শফিকুর রহমান হিমেল

ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে আজ মনটা ভালো হয়ে গেল হিমির, তাহলে সত্যি সত্যি এই বছরের শেষ নাগাদ দেশে ফেরা হচ্ছে ! আর একটা সেমিষ্টারেই কোর্সটা শেষ হবে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই । ভাবতেই,আনন্দে, ভালোলাগায়,অস্থিরতায় মনটা অকুলি-বিকুলি করে উঠে হিমির। অপেক্ষার পালা যেন ফুরোল । আর তো মাত্র কয়েকটা মাস তার পরই চেনা পরিচিত জীবনের ফেলে আসা অংশ গুলো জড়িয়ে ধরবে আদরে সহাগে। আর প্রেমা !! যার সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি কিন্তু দুজন দুজনকে না দেখেই ,ভালোবাসার বিস্ময় আর রহস্যময়তায় দুজন দুজনকে মনের আশ্চর্য স্নিগ্ধতায় বেধেছে ঘর বাধবে বলে।

ডিপাটমেন্ট থেকে বেরিয়ে সিগারেট ধরালো হিমি,এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে মনে হলো আজ আর ভালো লাগবেনা ক্লাসে বসে স্যারদের কচকচানি শুনতে, এর চেয়ে কিছুটা নিজের সঙ্গে সময় কাটাতেই ভালো লাগবে। নিজের সঙ্গে সময় মানেই তো প্রেমা প্রেমা আর প্রেমাময় ভুবন । একা একা কত কথাই যে হয় প্রেমার সঙ্গে কিন্তু যখন ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলে তখন আর কথা খুজে পায়না হিমি ।

ডিপাটমেন্টের প্রধান গেটে দাড়িয়ে সিগারেটা ছুড়ে ফেলে সামনে তাকাতেই চোখে পড়ে আশ্চর্য স্নিগ্ধ সুন্দর সকাল। উম্মাতাল আনন্দে ভরে যায় হিমির মন, মনে হয় তার মনের সঙ্গেই মিলেমিশে চমৎকার সেজেছে প্রসন্ন রোদে আজকের সকাল। ক্যাম্পাসে এখনো তেমন ছেলে মেয়ে আসেনি,ফাঁকা ফাঁকা শীতের সবুজ ক্যম্পাস । ক্যাম্পাসের সায়িন্স রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে ঘড়ির দিকে তাকালো হিমি, প্রেমাকে ফোন করা যেতে পারে না, মনে মনেই প্রশ্ন করে নিজেকে ? সঙ্গে সঙ্গে টেক্সাসের সঙ্গে মিলিয়ে নেয় ম্যানিলার সময়। না, প্রেমাকে ফোন করা যাবেনা, এমনিতে ওদের রাত এখন, তার উপর বোন দুলাভাই নিশ্চয় বাসায় আছেন। কিন্তু খুব ইচ্ছে করে হিমির এখনই প্রেমাকে খবরটা জানাতে ।

খুব খুশী হবে পাগলিটা । সত্যিই প্রেমাটা একটা পাগলি । পাগলি না হলে, কোন মেয়ে এমন করে না দেখেই, এত দুর থেকে একটা ছেলেকে এই যুগে, এত গভীর ভাবে ভালোবাসতে পারে ?

যখনই হিমি ভাবে, প্রেমা তাকে না দেখে, বলতে গেলে না জেনেই ভালোবেসেছে তখন মনটা এক অদ্ভুত ভালোলাগায় ভরে যায় । আরও স্বপ্ন, আরও ভালোবাসা প্রেমাকে ঘিরে নিজেকে নতুন ভাবে অবিস্কার করে হিমি। যেখানে বারবার প্রেমা নামের মেয়েটি মনের খুব গভীরে এসে স্বপ্নের পাহাড় গড়ে যায় । যে স্বপ্নের মাঝে আছে তিরতির করে বয়ে যাওয়া স্বচ্ছ পানির স্রোতরেখার নদী, আছে এক সংসারের উঠন, যেখানে অবোধ মমতা,আবেগ, ভালোবাসা আদরে জড়িয়ে এক ভালোবাসার ঠিকানা । কথা গুলো ভাবতে ভাবতে হঠাৎ করে হিমির ভেতরটা এক অব্যক্ত বেদনায় ছলছল করে উঠে, অপেক্ষা বুঝি এমন করেই কাঁদাতে জানে, কিন্তু পরক্ষনে মনে হয়,অপেক্ষায় তো আবার গভীর করে ভালোবাসতে শেখায়,এই যে প্রেমাকে না দেখে দুজনের ভালোবাসার চারটি বছর পেরিয়ে যাচ্ছে , দুজন দুজনার উপর নির্ভরতা,বিশ্বাসের শুদ্ধতা, একে অপরের জন্য দুজনের মাঝে ব্যকুলতা, সব তো অপেক্ষার কাছ থেকেই পেয়েছে । কথা গুলো মনে করে কিছুটা শান্তনা দেয় নিজেকে হিমি ।

অনেক ক্ষন ক্যাম্পাসের এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে বুঝতে পারেনা হিমি কি করবে এখন ? আসতে আসতে ক্যাম্পাস ভরে উঠেছে ছেলে মেয়েতে। হিমি ভাবে ডর্মেটরির রুমেই ফিরে যাবে । তারপর প্রেমাকে খুব সুন্দর করে একটা ইমেল করবে কিন্তু কিছুই জানাবে না ইমেলে, রাতে ফোন করে তখন জানাবে ।

রুমে ফিরে কম্পিউটারটা ছেড়ে রুমটার দিকে তাকিয়ে হিমির মনে হয় এত অগছালো কেন রুমটা? এই প্রথম নিজের রুমটার দিকে তাকিয়ে হিমির খুব খারাপ লাগে । মনে মনে ভাবে প্রেমাটা যদি এমন অবস্থায় এসে তাকে দেখে তাহলে খুবই বিরক্ত হবে নিশ্চয় । প্রেমার মুখটা ভাবতে ভাবতে খুব তাড়াতাড়ি রুমটা কিছুটা গুছিয়ে নেই হিমি, তার পর কম্পিউটারে বসে প্রেমাকে লিখতে শুরু করে,

বৌ গো,

শুনছ আজ আমার খুব আনন্দের দিন, এই মুহুতে,তোমায় খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করছে,তোমার হাত দুটি ধরে,তোমার গভীর কালো চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে বারবার বলতে ইচ্ছে করছে”আমি তোমাকে ভালোবাসি”,”ভালোবাসি,”ভালোবাসি” । কত বার এই শব্দ কয়টা উচ্চারন করেছি তবু বারবার কেন বলতে মন চায় বলতো ? ভাবছ হিমিটা বুঝি পাগল হয়ে গেছে , হ্যাঁ গো বৌ, আমি সত্যিই পাগল হয়ে গেছি , আর তুমিই তো আমাকে পাগল করেছ । রাতে ফোন করে একটা খুশির খবর শোনাব । শুনলে তুমি পাগল হয়ে যাবে।

এখন তাহলে বিদায় । আমার অনেক অনেক আদর তোমার দুচোখে ।

তোমাই হিমি

কম্পিউটার থেকে উঠে রুমের সব কটা জানালা খুলে দেয় হিমি । অন্ধকার রুমে দুপুরের ঝলমলে আলো এসে ভরিয়ে দেয় । বাহিরে নির্জন নিস্তব্ধ দুপুর । ডর্মের কোথাও একটুও শব্দ নেই । খুব ভালোলাগে হিমির এমন নির্জন দুপুর গুলো । একা একা এই সময় গুলো খুব ইনজয় করে হিমি । এক কাপ চা বানিয়ে সিগারেট ধরায় । কম্পিউটারে খুব লো ভলিয়মে ছেড়ে দেয় চৌরাষিয়ার বাশিঁ । মুহুত্বে হিমির মনটা বেদনার সুরে কেঁপে উঠে, যেখানে অনেক অনেক পুরনো ভালোলাগা স্মৃতির স্পর্শ ,বেদনা ভরা বাশিঁর সুরে অবশ করে দেয় ।

কত দিন হয়ে গেল, সেই প্রথম যে দিন প্রেমা ফোন করল তাকে। হিমি কল্পনাও করেনি প্রেমা তাকে সত্যি সত্যি ফোন করে বসবে। কত জনই তো তার গল্প, কবিতা পড়ে চিঠি লেখে, ইমেল করে কিন্তু এই পর্যন্তই । হিমিও দুই চারবার উত্তর দেয় কিন্তু এর পর আর যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়না । ব্যস্থতার জন্য হয়ে উঠেনা।

কিন্তু প্রেমাটা কি ভাবে , কেমন করে হিমির সব কিছু এলোমেলো করে ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দিল প্রবাসী একাকী জীবনকে, তা ভাবলে হিমির খুব আশ্চর্য লাগে ।

হিমির একটা কবিতা পড়ে প্রেমা তাকে প্রথম ই-মেল করে । এর পর হিমিও উত্তর দেয় ধন্যবাদ জানিয়ে । হিমির ধন্যবাদের উত্তরে প্রেমা আবার লিখে তার কিছুটা পরিচয়

দিয়ে, আমি মাইশা ফারজানা প্রেমা, টেক্সাসের অষ্টিনে থাকি, আমার বয়স ষাট বছর। আরও লিখে, রবী ঠাকুরের গান আমার খুব পছন্দ, কবিতা গল্প উপন্যাস পড়তে ভালোবাসি । এই রকম আরও কিছু ছোটখাটো নিজের সমন্ধে লিখেছিল প্রেমা । আর সব শেষে লিখেছিল, একজন ওল্ড ল্যাডির সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায় ?

উত্তরে হিমি লিখেছিল, দাদী মা আমার কোনই সমস্য নেই বরং আমি খুশি,এই কারনে যে আপনার মত একজন ভক্ত পেলাম,সঙ্গে দাদীমাও । দাদী মাও বন্ধু হতে পারে সেহেতু আপনি আমার বন্ধুই হলেন ।

প্রেমা পরের ইমেলেই লেখে,আমাকে আর কষ্ট করে দাদী মা বলে ডাকতে হবেনা, আর আমি দাদীমা না, শুধু বন্ধুই হতে চাই ।

হিমির বুঝতে বাকি থাকেনা, প্রেমা নামের মেয়েটি তার বয়স নিয়ে চালাকি করেছে ।

প্রেমার মজা করার ধরনটা ভালোলাগে হিমির । এর পর বেশ সহজ হয়ে যায় তাদের সম্পকটা । একে ওপরকে ঘন ঘনই মেল করতে থাকে। আসতে আসতে হিমি জানতে পারে প্রেমা অষ্টিনে পড়াশুনা করে বোনের বাসায় থেকে, ঢাকায় কলেজ শেষ করে টেক্সাসে চলে যায় বোনের কাছে ডাক্তারি পড়তে কিন্তু শেষ পযন্ত ফমেসিতে ভর্তি হয় । এই ভাবেই জানা হয়ে যায় দুজন দুজনার ভালোলাগা পছন্দ অপছন্দ গুলো । দেখতে দেখতে সময় কাটতে থাকে। একটা সুন্দর, মধুর বোঝা পড়া গড়ে উঠে দুজনের মাঝে । প্রতিটা দিনই দুজন দুজনকে ইমেল করে । হিমি প্রতিটা দিন সকালে, ক্লাসে যাবার আগে কম্পিউটারের সামনে বসে প্রেমার ইমেলের আশায় , কোন কোন দিন প্রেমার মেল না পেলে সারাটা দিন কেমন অস্থিরতা অনুভব করে ।প্রেমাও তেমনি, একদিন হিমি মেল না করতে পারলে, তার অভিমানের পালা শুরু হয়। প্রেমার অভিমান ভরা সেই ইমেল গুলো হিমিকে সুন্দর এক স্বপ্নে ছোয়া দিয়ে যেত । ভালোলাগার অদ্ভুদ এক শিহরন মনকে আদুরে পরশ দিত । কিন্তু হিমি জানত এই ভালোলাগার শিহরন শুধু তার মনের মাঝেই সীমাবন্ধ থেকে ভালোলাগা দেবে, এটাকে প্রেমার মনের সঙ্গে মিশিয়ে কোন সম্পর্কই দাড় করনা যাবেনা । দুজনের ভৌগোলিক সীমানাকে ছাড়িয়ে হিমির মনের মাঝে যে ভালোলাগার আনাগোনা তা ভালোবাসার স্পর্শ পাবেনা,তা ভালো করেই জানত হিমি ।

কিন্তু হিমির জানা ছিলনা, প্রেমার মনের খবর । সে মনেও যে ঝড় বয়ে চলছিল তা হিমি জানতে পেরেছিল অনেক পরে । ই-মেলে সম্পর্ক হবার পাচঁ মাস পরে ।

একদিন খুব সকালে প্রেমার ফোন পেয়ে হিমির ঘুম ভাঙ্গল । প্রথম ফোন প্রেমার ।

:আমি কি শফিকের সঙ্গে কথা বলতে পারি ?

:হ্যাঁ, আমি শফিক বলছি ।

:আমি প্রেমা বলছি টেক্সাস থেকে ।

সেই দিন ভোরে ঘুম ঘুম চোখে ফোন ধরে প্রেমার নামটা শুনে কয়েক সেকেন্ড কথা বলতে পারেনি হিমি । কিছুতেই মিলাতে পারছিলনা এটা স্বপ্ন না বাস্তব !

ওপার থেকে আবার বলে, আমি প্রেমা বলছি, চিনতে পারছনা আমাকে ?

হিমি বলেছিল, দাড়াও আমি চিমটি কেটে দেখি স্বপ্ন দেখছি নাতো ?

কথাটা শুনে হেসে উঠেছিল প্রেমা । সেই প্রথম প্রেমার হাসি শুনেছিল । কি যে ভালো লেগেছিল সেই হাসি ।

: না না তুমি স্বপ্ন দেখছনা,আমি সত্যি সত্যি প্রেমা ।

এই ভাবেই ছোট দুই একটা কথার বলার পর আর কেও তেমন কথা বলতে পারছিলা না । দুজনেরই মনে হয়েছিল আপরিচিত দুটি ছেলে মেয়ে প্রথম পরিচয়ের পর কথা বলছে । টেলিফোনে কান লগিয়ে কেটে যাচ্ছিল সময় । ইমেলে দুজনে যতটা সহজ সরল করে দুজনকে তুলে ধরেছিল, ফোনে যেন তার কিছুই বলতে পারছিলনা দুজনেই ।

: কি হলো তোমার ? চুপ কেন ? আমার ফোন করা তোমার পছন্দ হয়নি ?

: না না তেমন কিছু না । হিমি উত্তর দিয়েছিল।

প্রেমা বলেছিল,তাহলে কিছু বলছনা যে ? ই-মেলে তো তোমার কথার ফুলঝড়ি ছোটে । এখন তাহলে চুপ কেন ?

হিমি বোঝাতে পারেনি প্রেমাকে । ভালোলাগায় আবশ হয়ে গিয়েছিল সেই দিন হিমি । এক অজানা জগতের সঙ্গে নিজের মনকে নিয়ে বারবার হচট খাচ্ছিল নিজের ভেতরে।

এর পর টানা সাত দিন প্রেমার ফোন পেয়ে হিমির ঘুম ভেঙ্গেছিল । তেমন কিছুই কথা হতনা । যেমনটা সাধারনত তাদের ইমেলে কথা হয়ে থাকে তেমনই । কিন্তু প্রেমা প্রতিদিন ফোন রাখার ঠিক আগে আগে বলত, কিছু একটা বলো । হিমি খুজে পেতনা সে কি বলবে ? কোন কোন দিন একটা ছোট কবিতা শুনত, কোন দিন একটা হাসির গল্প । এই ভাবেই প্রতিটা সকাল শুরু হত হিমির প্রেমার সঙ্গে কথা বলে । এক অসম্ভব ভালোলাগা দিন,সব কিছু যেন স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হত ।

এত ভালোলাগার পরেও কোথায় যেন হিমির মনের মধ্যে এক কষ্ট দিনে দিনে বেড়েই চলছিল । যা কষ্ট আর ভালোলাগার খুব পাশাপাশি দাড়িয়ে । যেখান থেকে নিজেকে আলাদা করা যায়না । শুধু যখন নিজের খুব ভেতরে তাকিয়ে দেখত তখন বুঝতে পারত কতটা ভেতর ভেতর ক্ষয়ে গেছে হিমি, হারিয়ে গেছে এক অসম্ভবের কাছে।

হঠাৎ করেই হিমি ডিসিসান নেই তাকে পালাতে হবে । এই ভাবে চলতে থাকলে, সে ভেতর ভেতর জ্বলে পুড়ে পাগল হয়ে যাবে । যা বহন করার সাহস হিমির নেই ।

প্রেমাকে একটা ইমেল করে, হিমি দশ দিনের জন্য চলে যায় ম্যানিলা থেকে বাগিও বন্ধু রাসেলের বাসায় । মনে মনে ঠিক করে এই দশটা দিন কোনই যোগাযোগ রাখবেনা প্রেমার সঙ্গে । দশ দিনের একটা আড়ালে নিজেকে গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করবে হিমি ।

বাগিও তে সময় কাটতে থাকে হিমির । ম্যানিলা থেকে সাড়ে সাত হাজার ফুট উচ্চতায় পাহাড় ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দযে ভরা ছোট্ট একটা শহর বাগিও। বাগিও ফিলিপাইন এর সামার রাজধানী । বন্ধু রাসেল , মিল্টন এদের সঙ্গে ঘুরে ফিরে কেটে যায় কয়েকটা দিন ।কিন্তু হিমি কিছুতেই ভুলতে পারেনা প্রেমার কথা, ঘুরে ফিরে বারবার মনের অজান্তেই চলে আসে তার কথা। নিজের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেও পারেনা হিমি,নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করে হেরে যায় বারবার, সাতদিনের মাথায় হিমি ইমেল চেক করে, দেখে প্রেমা তাকে প্রতি দিনই ইমেল করেছে । অনেক কথা লিখেছে, কিছু কিছু প্রেমার কষ্টের কথা, আরও কিছু অবছা ছায়া ছায়া ভালোলাগার কথা। প্রেমার ইমেল গুলো পড়ে হিমির মন আরো অতলে তলিয়ে যায় । ভুলে যায় কেন তার বাগিও

আসা, কেন তার পালিয়ে আসা।প্রেমা খুব অনুনয় করে বাগিওর ফোন নম্বর চেয়েছে, লিখেছে, একটু হলেও কথা বলতে চায় । হিমি সব কিছু ভুলে বন্ধু মিল্টনের নম্বর দিয়ে দেয় । ফোন নম্বরটা দিয়ে আর প্রেমাকে ইমেল করে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে হিমি । হিমির মনে হয় কত দিনের বয়ে বেড়ানো বোঝা যেন বুকের উপর থেকে নেমে গেছে, হালকা ফুরফুরে অনুভব করে নিজেকে।

পরের দিন সকালেই প্রেমার ফোন পায় হিমি । অনেক ক্ষন কথা হয় দুজনের । খুব রাগারাগি করে, অভিমার করে প্রেমা, হিমির ওমন করে চলে আসায় ।

প্রেমা জানতে চায়, কবে আসবে তুমি ?

হিমি বলে, তুমি এমন করে জানতে চায়ছ, যেন আমি তোমার ওখান থেকে এসেছি ?

প্রেমা বলে, হ্যাঁ তো, তাই তো, আমার তো তাই মনে হচ্ছে । কোনই যোগাযোগ নেই , কোন খবর নেই । বলো তুমি কবে আসবে ??

হিমি কি বলবে বুঝতে পারেনা । তার পর বলে, নিজের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছে সেটা থামলেই ম্যানিলা যাবো ।

: কিসের সঙ্গে যুদ্ধ ? কার সঙ্গে যুদ্ধ ? কি সব বলছ তুমি ,আমি তো কিছুই বুঝছিনা !

: তোমার বুঝে কাজ নেই । তার পর হাসতে হাসতে হিমি বলে, ঝুঝলেন কিছু ?

: থাক আমার বুঝে আর কাজ নেই , আপনিই বুঝেন ভালো করে ।

এই ভাবেই আর কত কথা বলে চলে দুজনে। হিমি বূঝতে পারে তার ভেতরে আবারও ক্ষরন শুরু হয়েছে । সে আবারও হারিয়ে যাচ্ছে অজানায় । বার বার সহজ হতে চেষ্টা করে নিজের মধ্যে । কিন্তু প্রেমা এক সময় জানতে চায়, আচ্ছা সত্যি করে বলে তো, এই গত কয়েক দিনে আমার কথা তোমার মনে হয়েছে কি না ?

হিমি আবার চুপ হয়ে যায় । বুঝতে পারেনা কি বলবে ?

প্রেমা ওপাশ থেকে বলে, থাক কিছু বলতে হবে না, বুঝেছি !

প্রেমা সেই দিন কি বুঝেছিল হিমি জানেনা ,ও নিয়ে প্রেমাও কিছু বলেনি। কিন্তু ফোনটা রাখার আগে প্রেমা অন্য দিনের মতই বলেছিল , কিছু একটা বলো, এখনি লাইটা কেটে যাবে ।

হিমি প্রতি বারের মতই বুঝতে পারেনা কি বলবে ?

তার পর একটা ছোট কবিতা অবৃত্তি করে,

কেন ভালোবাসি ?
কেন ভেজে চোখ ?
তুমিও যেমন জানো, আমিও তো তাই !
তবু ভালোবাসি, তবু ভেজে চোখ !
এই ভাবেই বেচেঁ থাকা,এই ভাবেই শোক ।

:কার কবিতা হিমি ? তোমার ?

:জানিনা কার কবিতা , কিন্তু খুব সুন্দর না ?

:খুবই চমৎকার ।

কথা বলতে বলতে ফোনটা হতে নিয়ে রুমে থেকে কখন বাহিরে এসে দাড়িয়েছে বুঝতে পারেনি হিমি । পাহাড়ের গায়ে গায়ে লাগানো বাড়ি গুলো । সামনের পাহাড় থেকে ছোট একটা ঝড়না এসে নীচ নেমে গেছে । এক ভাবে ঝড়নার দিকে তাকিয়ে থাকলে মনটা উদাস হয়ে যায় । মনটা ঝড়নার পানির সঙ্গে হারিয়ে যেতে চায় ।

:এই, কি হলো তোমার ? প্রেমা ওপার থেকে তাড়া দেয় ।

: চুপ করে আছ কেন ?

:জানো আমার সামনেই ছোট্ত একটা ঝড়না বয়ে চলেছে । আমি এখন যেখানে দাড়িয়ে আছি ঠিক তার সামনে । খুব ইচ্ছে করছে ঝড়নার পানি সঙ্গে অজানায় হারিয়ে যেতে ।

: দাড়াও আমি আসছি । তার পর দুজন মিলে এক সঙ্গে হারিয়ে যাবো কোথায় । নিয়ে যাবে ?

: হা : হাঃ করে হেসে উঠে হিমি ।

হাসতে হসতে কেন যেন আজান্তেই হিমির চোখ ভিজে উঠে । কেমন যেন একটা কষ্ট বুকের ভেতর গুমট বেঁধে অনেক কিছু বলার চেষ্টা করে মনে ভেতর । ভালো লাগেনা হিমির, ফোনটা রেখে দিতে ইচ্ছে করে । ভাবে একা একা কিছুক্ষন চুপ করে এখানে দাড়িয়ে থাকতে পারলে ভালো লাগত ।

ওপার থেকে, প্রেমা বলে তোমার যেন কি হয়েছে আজ ! তুমি কোথায় যেন হারিয়ে আছো? কোথায় বলত ?

হিমির চোখ দিয়ে এক ফোটা পানি গড়িয়ে পড়ে,বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটার শব্দ কষ্টের সঙ্গে মিলে মিশে জড়িয়ে আসে হিমির গলা ।

:প্রেমা !

: হু !

: আই লাভ ইউ প্রেমা , আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না প্রেমা, আমি পাগল হতে বসেছি ।

ওপার থেকে কোন কথা বলেনা প্রেমা । হিমির বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটার শব্দ পাহাড়ি ঝড়নার সঙ্গে মিশে থেমে যায় সময় । ফোনের শস শস শব্দ হিমিকে আরও বেকুল করে তোলে । প্রতিটা সেকেন্ড যেন মহা কালের রুপ নেয় ।

: হ্যালো প্রেমা !

: তুমি এই কথাটা বলতে এত সময় নিলে হিমি ! আমি তোমাকে কবে থেকেই মনে মনে বলে এসেছি , কত বার তোমাকে সামনে রেখে যে নিজে নিজে বলেছি । শুধু আমি তোমার মুখ থেকে শুনব বলে এত দিন থেকে অপেক্ষা করে বসে ছিলাম । আমিও তোমাকে পাগলের মত ভালোবেসে ফেলেছি হিমি । আমি সারাটা জীবনের জন্য তোমার হাত দুটো ধরতে চায় । আমি কিছু জানিনা, কিছু বুঝতে চায়না, তুমি কি করে কাছে নেবে, কেমন করে কাছে ডাকবে ? আমি কিচ্ছু জানিনা !আমি শুধু তোমাকে কাছে চায় ।

প্রেমার কথা শুনতে শুনতে হিমির চোখ বুজে আসে । বাহিরের নির্জন প্রকৃতি সঙ্গে পাহাড়ি ঝড়নার কল কল করে বয়ে যাওয়া শব্দ আর প্রেমার ভালোবাসার উচ্চার হিমির মনে এক উদ্ভুত ভালোলাগা এনে দেয় । এই অনুভুতির সঙ্গে কোন ভালোলাগায় মেলাতে পারেনা হিমি ।

ঘরের ফোনটা বেজে উঠে দুবার রিং হয়ে কেটে যায় । বুঝতে পারে হিমি চার বছর আগের সেই দিনটিতে হারিয়ে গেছিল । পাহাড় ঘেরা ঝড়নার শব্দ আর প্রেমার কথা গুলো আজও কানে লেগে আছে, ”আমি তোমাকে পাগলের মত ভালোবেসে ফেলেছি” ”আমি শুধু তোমাকে কাছে চাই” ” আমি তোমার হাত দুটো ধরতে চাই” । এই চার বছরে কতবার প্রেমার সঙ্গে কথা হল তারপরও সেই দিনের কথা গুলোই হিমিকে এতাট অপেক্ষার পথ পাড়ি দিতে সাহস দিয়েছে।

বাহিরে আধাঁর নেমেছে । কম্পিউটারও বন্ধ হয়ে হয়ে গেছে । ঘরের আলোটা জ্বেলে দেয় । চায়ের কাপটার দিকে তাকায় হিমি,সেটাও পড়ে আছে ভর্তি। শুধু সিগারেটের প্যাকেটটা শেষ হয়েছে । প্রেমা শুনলে খুব রাগ করবে, একদিনে তিনটার বেশী সিগারেট খাবেনা বলে প্রেমাকে কথা দিয়েছে হিমি, আর পুরো পুরি ছেড়ে দেবে, ঠিক বিয়ের দিন থেকে । কথা গুলো মনে হলেই বেশ লাগে হিমির । ছোট খাটো এই ব্যপার গুলো খুব মধুর লাগে হিমির কাছে ।

ফোনটা আবার বেজে উঠে । দুইবার রিং হতেই ফোনটা ধরে হিমি । ওপার থেকে প্রেমার গলা ভেসে আসে....

: কি করছিলে বলত ? আমি এর আগেও একবার ফোন করেছিলাম ধরলেনা কেন ?

: থামো, থামো, এক বারে এত কিছু জানতে চায়লে কি করে বললব ? বলছি শুনো, আমি রুমেনই ছিলাম, আর তোমার কথাই ভাবছিলাম । কি এবার হয়েছে ? আর কিছু?

: বুঝলাম আমার কথা ভাবছিলে, এই জান সত্যি ? এই বলো না গো আমাকে নিয়ে কি কি ভাবলে ?

: না বলা যাবেনা সেই সব, বললে তোমার মুড বেড়ে যাবে।

: হু, বলেছে তোমাকে ?

: কিন্তু তুমি ফোন করলে কেন , আমিই তো ফোন করব তোমাকে লিখেছি ।

: খুশির খবরটা শোনার তাড়া সয়লনা, তাই ফোন করে বসলাম । এবার বলো কি খুশির খবর ?

: উহু, এত সহজে এই খবর তো দেয়া যাবেনা, আমাকে কি দেবে বলো ?

: কি চায় শুনি সাহেবের ?

: যা মুখে বলা যায়না ।

: এমন কি যে মুখে বলা যাবেনা ? যা মুখে বলা যায় না,তা দেওয়া তো ঠিক হবেনা !

: বৌ আমার, মুখে বলা যাবেনা কেন ? যাবে, অবশ্যই যাবে ? বললব ?

: এই অসভ্য !

: আচ্ছা বাবা মুখে বলছিনা, বুঝতে পেরেছ এতেই আমি খুশি । শুধু সময় মত দিলেই হবে । আমি আবার বাকীতে চলিনা।

: হয়েছে হয়েছে আমার পতিদেব, আপনি এবার বলুন আসল খবরটা ।

: এই বছরের শেষ নাগাত আমার দেশে ফেরা ঠিক হয়ে গেছে । কি ? এবার বলুন দেখি আমার চাওয়াটা কি খুব বড় চাওয়া এই খবরের কাছে ?

: সত্যি জান ! এই বছরে তাহলে আমাদের দেখা হচ্ছে ? জান, জান, আমার জান আমি পাগল হয়ে যাবো। তুমি বলে দাও আমি কবে বাংলাদেশ যাব ? বলো জান ? আমি আর অপেক্ষা করতে পারবনা ।

: তুমি আগে বাংলাদেশে যেতে চাও, না আমি যাবো আগে ? কে কাকে রিসিভ করবে ?

: আমি তোমাকে রিসিভ করতে চায় জান । আমি তোমাকে প্রথম দেখতে চায় ।

: এটা তো হবেনা বৌ ! আমি এত দিনে পরে দেশে যাবো, নিশ্চয় আমার বাবা মা তাঁরা আসবেন আমাকে নিতে । সেখানে তুমি তো আমার স্বপ্নের মত আমাকে রিসিভ করতে পারবেনা ।

: এই অসভ্য !

: না, এখন এই কথা বললে হবে না। আমাকে ঠিক আমার স্বপ্নের মতই রিসিভ করতে হবে তোমাকে। হালকা নীল শাড়ি, খোলা চুলে রজনী গন্ধ, কপালে মাঝারি নীল একটা টিপ আর ঠোটে লিপিষ্টিক দেবার দরকার নেই, নয়ত আমার ঠোটেও লেগে যাবে,সেটা ভালো হবেনা সবার সামনে ।

: এই অসভ্য, খুব বেশী বেশী হয়ে যাচ্ছে কিন্ত ,

: আচ্ছ বাবা এবার কাজের কথায় আসি । আমি ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে যেতে পারব। আর আগে কে যাবে তা ঠিক করার জন্য অনেক সময় আছে আমাদের হাতে।

: তার মানে আগামী বছরের ভ্যালেনটাই এর দিনে আমরা এক সঙ্গে থাকব ?

: শুধু এক সঙ্গে নয় ! মনে হয় এক বাড়িতে, এক রুমে !! হা: হা:

: এই অসভ্যতা করবেনা বলে দিচ্ছি !

: আরে বাবা সত্যি কথায় বলছি । আমার ইচ্ছে ভ্যালেনটাইন এর দিনটিতে বিয়ে করার । চার বছর আগে কাকতলিও ভাবে ফেব্রুয়ারী মাসেই তোমার সঙ্গে আমার পারিচয় হয়েছিল আর সেই জন্য আমি ফেব্রুয়ারী মাসেই বিয়ে করতে চাই । আমার পাচঁ বছরের ভালোবাসাকে ঘরে তুলতে চায় ।

: এই এমন করে বলো না তো, খুব লজ্জা লাগছে ।

: কেন লজ্জা শুনি ? ফোনে তো আমরা বিয়ে করেই ফেলেছি, সেই দিন তো কবুল কবুল কবুল বলতে একটুও সময় নাওনি । এখন তাহলে লজ্জা কিসের বৌ ?

এই ভাবেই এক সময় প্রেমা আর হিমির কথা শেষ হয় ফোনে । দুজনে পৃথিবীর দুই সীমান্তে বসে অপেক্ষার দীর্ঘ স্বাস ফেলে, ভালোবাসার কাছে নিজেদের শপে দিয়ে, স্বপ্ন দেখতে থাকে। আর তো মাত্র কটা মাস ! দুজন দুজনকে না দেখে, ভালোবাসার পঞ্চম বছরটিতে প্রথম বারের মত দুজন দুজনের সামনে দাড়াবে ! ভালোবাসার উদ্ভুত এক শক্তি দুজনকে বেধে রেখেছে এই অপেক্ষায় ! এই শক্তিই তাদের দুজনকে কাছে আনবে । আর তো মাত্র কটা মাস !

Sofiqur Rahman Hemel
E-Mail : sofiqur@hotmail.com
Aleance Man's Hall
Sampaloc, Manila
Philippines.